চলতে পথে যেটুক দেখা

রোকেস লেইস

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
সেলিমা লেইস শেলী

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro@yahoo.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পোজ
রেড রৌজ কম্পিউটার
সুনামগঞ্জ

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-98454-3-0

উৎসর্গ

প্রিয়পুত্র
রাঈদ
ঘুরে ঘুরে দেখবে যতোই
জ্ঞান গরিমায় ঋদ্ধ হবেই

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন শেষে ভারতের চ্যাংড়াবান্দা, দুদিকেই অবকাঠামোগত অবস্থা মানসম্মত নয়। যে কোনো পরিবহনের কোচ ঢাকা থেকে রাতে ছেড়ে সকালে পৌঁছায় বুড়িমারী। পৌঁছানোর পর প্রাতঃক্রিয়াদি ও প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় ইমিগ্রেশনের জন্য, দুটির ক্ষেত্রেই 'সারতে হয় তাই' সেরে নেওয়া।

প্রত্যেক যাত্রীর ইমিগ্রেশন পর্ব সামলানোর দায়িত্ব পরিবহন কর্তৃপক্ষ আগেই নিয়ে নেন, এতে প্রতিটি কোচের যাত্রীকে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সামনে নিজ নিজ কোচের নির্দিষ্ট লাইনে শুধু ছবি উঠানোর জন্যই দাঁড়াতে হয়, সাথে পাসপোর্ট ইত্যাদিও যাচাই করে নেওয়া। কারেন্ট থাকলে সবকটি ক্যামেরা ঠিকমতো কাজ করলে বিষয়টি স্বল্প সময়ের। তবে জানা যায়, প্রায়ই কারেন্ট না থাকায় যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষায় কষ্ট পেতে হয়, ওয়েটিং রুম চলনসই।

এদিককার পর্ব শেষে পায়ে হেঁটেই ভারতীয় ইমিগ্রেশন, ওখানে চেকিং বা ফরমালিটি তা-ও কোচ কর্তৃপক্ষই সারিয়ে নেন। পাসপোর্ট হাতে পেয়েই পাশে থাকা মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ডলার ভাঙিয়ে (অবশ্যই রসিদ নিয়ে) নির্দিষ্ট কোচে চড়ে বসলেই চ্যাংড়াবান্দা থেকে শিলিগুড়িমুখী যাত্রা শুরু, দু'পাশে খোলা মাঠ সবুজ বিভিন্ন ফসলময়, বাংলাদেশ 'একই আকাশ একই বাতাস ...।'

বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে তিন রাস্তার মিলনস্থল। সোজা সড়কটি ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, হাসিমারা, জয়গাঁও হয়ে চলে গেছে ভুটানের ফুন্টসলিং। ডানেরটি জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি, তবে মূল সড়কটি চলে গেছে আসাম। বাঁ-দিকের সড়কটি ধরে জলপাইগুড়ি শহর বাঁ-পাশে রেখে ঘণ্টা দুয়েক চললেই শিলিগুড়ি।

সুদীর্ঘ পুরোনোর স্বাচ্ছন্দ্য ধারণ করেই ছিমছাম পরিপাটি শিলিগুড়ি শহরটি; একই সাথে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পরিস্ফুট। নতুন পুরোনো অসামঞ্জস্য নয় বরং মেলবন্ধনে ঋদ্ধ, পুরোনো দোচালা টিনের ঘরের পাশেই আধুনিক বহুতল ভবন, বহুতল মল। বেশকিছু সরকারি আধাসরকারি কার্যালয় ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরোনো কাঠামোর গৃহাদিতে পরিচালিত হচ্ছে।

সুপার মার্কেট, বিধান মার্কেট এলাকাটি মধ্যশহর বলেই মনে হলো, এখান থেকে যে কোনো এলাকায় যাওয়ার পাবলিক পরিবহন সহজলভ্য, ভাড়া সহনীয়। আন্তঃজেলা সড়কব্যবস্থা যথেষ্টই উন্নত, এশিয়ান হাইওয়ে এ শহরকে ছুঁয়ে যাওয়া উন্নত যোগাযোগ কাঠামোর প্রমাণ।

উনিশ শতকের প্রায় প্রথমাবস্থা থেকেই রেলের দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে শিলিগুড়িতে, যা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত রূপ। শহরের তিন প্রান্তে তিনটি আধুনিক মানসম্পন্ন রেলস্টেশন। নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকেট কেটে ওই দিন চলাচলকারী যে কোনো ট্রেনে চড়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। পূর্বপ্রান্তে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজিপি) যা যথার্থই বিরাট ও ব্যস্ততম, মূলত কলকাতা-গোয়াহাটিগামী ট্রেনসহ অন্যান্য গন্তব্যের ট্রেন এখান ছুঁয়েই সারা ভারত চলাচল করে। আর শহরের উত্তর প্রান্তে শিলিগুড়ি জংশন, যা 'জংশন' নামেই পরিচিত। সেখান থেকে বিহার, উত্তর প্রদেশসহ অন্যান্য–সারা ভারত, সাথে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন চলাচল করে। ব্রডগেজ, মিটারগেজের সাথে ছোটবেলাতেই পরিচয়, এবার নেরোগেজ, যা শিলিগুড়ি জংশন থেকে দার্জিলিংয়ের 'ঘুম' পর্যন্ত বিস্তৃত।

সড়কপথে যেতে তিস্তা নদীর ওপর সেতু পার হতে হয়, একই সমান্তরালে রেলেরও দীর্ঘ সেতু।

একটু অবাক হতে হয় চলমান বর্ষা মৌসুমে নদীটিকে পানিহীন দেখে।

জানা যায়, উত্তরে গজলডোবা নামক স্থানে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের দ্বারা পানিপ্রবাহ শিলিগুড়ি শহরের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে নেওয়ায় এমন অবস্থা। শহরের ভেতরে ক্যানেলটি টলমল পানিতে টইটম্বুর, এর আশপাশের ভূমি সতেজ ফসলময়, যা জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

শিলিগুড়ি এমন একটি মহকুমা শহর, যার উত্তর অংশের ভূমি দার্জিলিং আর দক্ষিণাংশের ভূমি জলপাইগুড়ি জেলার অংশ সমন্বয়ে করপোরেশন হিসেবে পরিচালিত। অবস্থানগতভাবে এই মহকুমা শহরটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এ শহরটি চারটি পৃথক রাষ্ট্রের নৈকট্য ও স্পর্শে সমৃদ্ধ নেপাল, চীন, ভুটান, বাংলাদেশ। যার ফলে বাণিজ্যিক ও পর্যটনক্ষেত্রে এর অবস্থান প্রথমসারির, এতে যোগাযোগব্যবস্থার ভূমিকাও অপরিসীম। বছরজুড়েই দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটক চষে বেড়ান শিলিগুড়ি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, যেখানে বহির্বিশ্বের ছাত্রছাত্রী নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ করেন, শিক্ষার মান প্রশ্নাতীত। চিকিৎসাক্ষেত্রে এখানকার হাসপাতালগুলো সুনামের অধিকারী, দেশীয় পর্যায়ে সুনাম অর্জনকারী ডাক্তাররা এখানে চিকিৎসা প্রদান করেন। বহু বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থানের এক অপূর্ব শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা বিস্তৃত সবুজময় সমতল থেকে উচ্চভূমি, মহানন্দা, তিস্তার মতো খরস্রোতা আবার ক্ষীণবহা নদী, গরুমারা জঙ্গল সমন্বয়ে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য সমৃদ্ধ এক অনন্য দৃষ্টি ও মনকাড়া ভ্রমণ উপযোগী শহর শিলিগুড়ি।

থাকার জন্য শহরের হোটেল পরখ করার সুযোগ হয়নি। সে আরেক গল্প। দীর্ঘদিন থেকেই মানিকের ছেলেমেয়ে শিলিগুড়িতে লেখাপড়া করে। অ্যাডভোকেট মানিক লাল দে, বাচ্চাদের পড়ালেখার সূত্র ধরে এক পর্যায়ে শিলিগুড়ি শহরে বাসাভাড়া নিয়ে তার স্ত্রী সবিতাকে সেখানে বাচ্চাদের দায়িত্ব পালনে রেখে আসে। বড় মেয়েটা প্রায় ১১ বছর ধরে আর যমজ ছেলে দুটো বছর পাঁচেক হলো, আর ছেলেদের সময় থেকেই ওদের মা পরবাসী। বড় মেয়ের চাপাচাপিতে ইন্ডিয়া যাবো বলে আমি যখন মনস্থির করি, বিষয়টি মানিক জানতে পেরে আমার চেয়ে অধিক উৎসাহ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন আমাকে তাগাদা দিতে থাকে এবং তার যাওয়া-আসার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে থাকে। তার তাগিদে পাসপোর্ট জমা দেই এবং দুটি রুট চ্যাংড়াবান্দা ও ডাউকি উল্লেখে ভিসাপ্রাপ্ত হই। এর সুফল ভোগ করি একপ্রান্ত দিয়ে ঢুকে অন্যপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে। মানিক আইনজীবীদের অনেককেই নিয়ে যেতে চেয়েছে, কেউই যেতে পারেননি। পুরো পরিবার আমেরিকার ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যাওয়ায় এবার তার শেষ যাওয়া, সকলকে নিয়ে স্থায়ীভাবে চলে আসবে তাই। তার আফসোস, সে ওখানে থাকতে কাউকেই নিয়ে যেতে বা দেখাতে পারলো না। সেজন্যই আমি যাবো জেনে মানিক প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে ওঠে। সে নিজ দায়িত্বে টিকেট ইত্যাদি করিয়ে নেয় একসাথে। সিলেট থেকে ট্রেনে রিজার্ভেশনে ঢাকা, ঢাকা থেকে এস আর শ্যামলীতে বুড়িমারী।

শিলিগুড়ি গিয়ে দুপুরে পৌঁছেই, সবিতার দায়িত্বে গরম খাওয়া-দাওয়া। বাচ্চাগুলো আমার মেয়েকে পেয়ে তাদের মতো করে আনন্দে মেতে থাকলো।

মানিক আগেই শর্ত দিয়েছিল কষ্ট করে ফ্লোরিং করে থাকবেন, তবু হোটেলে যেতে পারবেন না। ফ্লোরিং করতে হয়নি, দুই রুমের একটিতে আমি ও মেয়ে ছিলাম, ওর বাচ্চারা বাড়িওয়ালার তৃতীয় তলার একটি রুমে। বাড়িওয়ালা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া লোক, ওখানে জায়গা-জমি কিনে প্রতিষ্ঠিত, খুবই অমায়িক স্বামী-স্ত্রী দুজনই, ছোট দুটি বাচ্চা আছে, মিশুক দম্পতি।

মানিক'কে ছোটবেলা থেকেই জানি, ঘনিষ্ঠতাও আছে, দীর্ঘদিন থেকে পেশার কারণে সব সময়ই কাছাকাছি থাকায় বোঝাপড়াও ভালো। সবিতাকে বিয়েতে দেখেছি, পরে মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। কিন্তু এতোটা জানতে পারতাম না, যদি ওর আতিথেয়তায় ক'টা দিন না কাটতো।

যখন একটা অবস্থান স্থায়ীভাবে গুটিয়ে ভিন্ন পরিবেশে যাত্রার গুছগাছে ব্যস্ত, যার সবটুকুই করেছে সবিতা। ওই সময়ে অতিথি সামলানোর মনমানসিকতা বা ধৈর্য থাকার কথা নয়, বরং বিরক্তই হবে অন্য সবাই। অথচ সবিতা উল্টো, আমরা কেন এই সময়ে গেলাম সে কিছুই তো করতে পারলো না, এ নিয়ে তার শত অনুযোগ। তরিতরকারি মাছ-মাংস বাজার করা থেকে রান্নাবান্না, ঘর গেরস্তালি বিদেশ-বিভুঁইয়ে সবিতা হাসিমুখে নির্বিরোধ, নিরলস সবকিছু একাই সামলে নিয়েছে, বলতে গেলে মানিককে কিছুই করতে হয়নি। মানিক সত্যি ভাগ্যবান, সবিতা প্রকৃষ্টই গৃহলক্ষ্মী নারীর উদাহরণ।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে সেবক মোড় থেকে যতটা সম্ভব সকালে রওয়ানা দেওয়াই উত্তম। জিপে প্রতি সিট ১৩০ রুপি, নির্দিষ্ট পরিমাণ যাত্রী হলেই যাত্রা শুরু হবে। মহানন্দা নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে জিপ যতই এগোতে থাকবে, প্রকৃতি সহায় হলে সামনে মায়াবী নীল পাহাড়ের সারি চোখ বেয়ে মনজুড়ে ছড়িয়ে দিতে থাকবে নৈসর্গিক ভালোলাগা, যা একান্তই উপলব্ধির, অনুভবের। কখনো গভীর নীল পাহাড়ের নিচ বা ওপর থেকে উড়ে চলা ধবল মেঘদল ঢেকে দিচ্ছে দৃষ্টি, আবার কখনো মেঘের পর্দা সরে গিয়ে সতেজ, সজীব সবুজ নিমগ্নতায় হারিয়ে যাওয়া, সিক্ত ঘাস-পাতা একরাশ পেলব প্রশান্তি। আকাশযানে মেঘের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার বিস্ময়ও যেন থমকে যায়, সত্যি সত্যি মেঘের ভেতর ঢুকে আবার বেরিয়ে পথচলা তা-ও মাটিতে থেকেই, এ এক অন্য অনন্য প্রাপ্তি, ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হয় ।

সহনীয় গতিতে চড়াই-উতরাই সড়ক ধরে বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে জিপ ওপরে উঠছে, ভালোই বোঝা যায়।

প্রায়শ একপাশের খাড়া খাদ কখনো হাজার ফিট কখনো তারাও চেয়ে বেশি গভীরতায়, ভীতিকর রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগায়। রাস্তা মানসম্পন্ন, বেশ খানিকটা চলার পর গাড়ি থামলো।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটাই ঘর ড্রাইভার জানিয়ে দিলো চা-নাশতা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে। পাহাড়ি নারী ত্বরিত গরম গরম হালকা নাশতা রুটি সবজি, ডাল, চা, কফি পরিবেশন করছেন যাত্রীদের চাহিদামতো, বসার ব্যবস্থা চলনসই, মূল্যও যথার্থ। ড্রাইভার নিজ আসনে বসতেই যাত্রীরাও উঠে বসলেন। আবারও উঠছে-নামছে, বাঁক ঘুরে এগিয়ে যেতে যেতেই বেশক'টি বসতি দেখা হলো; সড়কের কাছ ঘেঁষে গড়ে উঠেছে, প্রায় সব ঘরই পাকা, তবে টিন কাঠের ঘরও আছে। আর দূর পাহাড়ের গা-জুড়ে বাড়িঘর দেখে স্পষ্ট হয়, পাহাড় অগম্য নয়। চলতে চলতে পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা বিখ্যাত ট্রেন স্টেশন ঘুম-এ পৌঁছালাম। এবার সড়কের পাশ দিয়ে ছোট্ট ট্রেন লাইনও (নেরোগেজ) এঁকেবেঁকে পাশাপাশি চলতে থাকলো। ট্রেনের হুইসেল, সেই কয়লাচালিত ইঞ্জিনের; যা বহুদিন শোনা হয় না, কবে ছোটবেলায় শুনতে পেতাম। এবার পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পাহাড় কেটে তৈরি দোতলা দালানের নিচ ধরে উঁকি দিলো বাষ্প-শকট

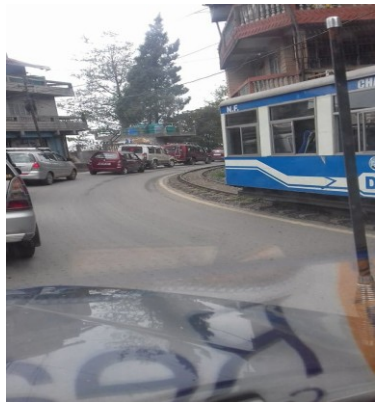

আস্তে আস্তে পেরিয়ে যেতে দেখলাম সমতল থেকে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার ফিট ওপরে নেরোগেজ লাইন ধরে চলা টয়ট্রেন। সত্যি বিস্ময়াবিভূত হতে হয়, আজ থেকে প্রায় দুইশ বছর পূর্বের মানব সৃষ্টি দেখে। ঘুম থেকে শিলিগুড়ি এঁকেবেঁকে চলা ট্রেনলাইন, যতটুকু জানা যায়, সরাসরি চলাচল বন্ধ আছে কিছুদিন থেকে।

তবে ফেরার পথে ভিন্ন রাস্তায় কার্শিয়ং পর্যন্ত পাশে পাশে চলতে দেখলাম টয়ট্রেন।

চড়া হলো না সময় স্বল্পতার জন্যই, অন্তত দিনপাঁচেক আগে টিকেট নিতে হয়।

ঘুম পেরিয়ে দার্জিলিংয়ে ঢুকছি কেমন যেন পরিবর্তন চলে আসছে,

আকাশজুড়ে সাদা সাদা মেঘ ভাসছিল, সামনে পাশে সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এবার বাতাসে কনকনে শীতের আবহ একটু একটু বাড়ছে, ভাবছিলাম গরম কাপড় না এনে হয়তো ভুলই হলো। যতই সামনে যাচ্ছি,